ব্যবসায় পরিবেশের ধারনা:-

সাধারনত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের গঠন ও নিয়ন্ত্রণ যে সমস্ত উপাদান দিয়ে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে। পরিবেশ দ্বারা মানুষের জীবনধারা, আচার-আচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ব্যবসা প্রভাবিত হয়। পরিবেশ হলো কোনো অঞ্চলের জনগণের জীবনধারা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব উপাদানের সমষ্টি। পারিপার্শ্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, পাহাড়, বনভূমি, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি। যেসব প্রাকৃতিক ও আপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে। কোনো স্থানের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর। নিম্নে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যবসায় পরিবেশ সম্পর্কে ধারনা দেওয়া হলো:-

Scanned with CamScanner

ব্যবসায় পরিবেশ

- সামগ্রিক পরিবেশ
- ব্যষ্টিক পরিবেশ

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জনাব ইমন একজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। তিনি পটুয়াখালীর বিভিন্ন জায়গায় চিংড়ির চাষ করেন। চিংড়ির বেশি চাহিদা থাকায় তিনি অনেক লাভবান হন। তাই তিনি অধিক লাভের আশায় পরিকল্পনা করলেন পটুয়াখালীর বিভিন্ন মিঠা পানির জমি কেটে সাগরের লোনা পানি প্রবেশ করিয়ে চিংড়ি চাষ করবেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, মিঠা পানির জমিতে লোনা পানি প্রবেশ করালে জমি তার উর্বরতা হারাবে, পরিবেশের ক্ষতি হবে। তাই তিনি তার ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েন।

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বলা যায়, পরিবেশ ব্যবসায়কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যবসায়ের ব্যষ্টিক পরিবেশের উপাদান

ব্যবসায় পরিবেশ

- অভ্যন্তরীন পরিবেশ
- বাহ্যিক পরিবেশ

ক) **অভ্যন্তরীন পরিবেশ:-** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরাজমান যেসব উপাদান ব্যবসায়ের ওপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলোর সমন্বয় হলো ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীন পরিবেশ এ পরিবেশের উপাদানগুলোর সঠিক পরিচালনা ব্যবসায়কে দ্রুত এগিয়ে নিতে সাহায্য করে. ব্যবসায় অভ্যন্তরীন পরিবেশের উপাদানগুলো নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো:-

i) **মালিক বা শেয়ারহোল্ডার:-** যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক বা শেয়ারহোল্ডারদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যবসায় পরিবেশকে প্রভাবিত করে.

ii) **পরিচালনা পর্ষদ:-** কোম্পানি সংগঠনে পরিচালনা পর্ষদ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধি হিসেবে কোম্পানির

মূল নীতি-নির্ধারণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিচালনায় বিভিন্ন দিক বিবেচনা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে।

৫ iii) মালিক পক্ষ: মালিকরা হলো ব্যবসায়ের প্রাণ। কোম্পানির সাফল্য-ব্যর্থতা তাঁদের উপর নির্ভর করে। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যবসায় কার্যক্রমে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

iv) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি: দীর্ঘদিন কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কতগুলো ধারণা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও নিয়ম নীতি গড়ে উঠে, যা ব্যবসায় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।

এছাড়াও অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সংস্কৃতি আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি ব্যবসায়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপাদান।

খ) বাহ্যিক পরিবেশ: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বাইরের যেসব উপাদান ব্যবসায়ের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, সেগুলোর সমষ্টিকে ব্যবসায়ের বাহ্যিক পরিবেশ বলে। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য লক্ষ্যার্জনে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানগুলোর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়। নিম্নে বাহ্যিক পরিবেশের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:-

i) প্রতিযোগী: বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় জগতে প্রতিযোগীদের কর্মকাণ্ড ও কর্মকৌশল কোনো প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে।

ii) ক্রেতা বা ভোক্তা:- ভোক্তার উপরই ব্যবসায় নির্ভর করে। অর্থের বিনিময়ে যারা পণ্য বা সেবা ক্রয় করে তারাই ভোক্তা বা ক্রেতা। তাদের আগ্রহের ওপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে।

iii) সরবরাহকারী: কাঁচামাল, পণ্য সরবরাহকারী, ব্যাংকার ইত্যাদি ব্যবসায় বাহ্যিক পরিবেশের উপাদান।

Scanned with CamScanner

(iv) মধ্যস্থ ব্যবসায়ী: কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি বাজারজাত করণের নীতি গ্রহণ না করলে বরং ক্রেতা বা ক্রেতা সাধারণের নিকট পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তারাই মধ্যস্থ ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ের সাফল্য তাদের উপরও নির্ভর করে।

অতএব বলা যায় যে, একটি ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যবসায়ের সামষ্টিক পরিবেশের উপাদান:-

যেসব প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা ব্যবসায়িক সংগঠনের গঠন, কার্যাবলি, উন্নতি ও অবনতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকে ব্যবসায় পরিবেশ বলে। ব্যবসায় পরিবেশের উপরই যেকোন ব্যবসায়ের সাফল্য এবং ব্যর্থতা নির্ভর করে। ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সাফল্য বয়ে আনে এবং প্রতিকূল পরিবেশ ব্যর্থতা বয়ে আনে।

যেসকল উপাদানগুলো একটা দেশের সামগ্রিক ব্যবসায় পরিস্থিতিতে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে তাকেই ব্যবসায়ের সামষ্টিক পরিবেশ বলে।

ব্যবসায়ের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সাধারণ বা সামষ্টিক শক্তি সমূহ হলের সাহায্যে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

ব্যবসায় পরিবেশের সামষ্টিক উপাদান

প্রাকৃতিক পরিবেশ
i) জলবায়ু
ii) ভূমি
iii) প্রাকৃতিক সম্পদ
iv) নদনদী
v) প্রাকৃতিক দুর্যোগ
vi) দেশের অবস্থান

অর্থনৈতিক পরিবেশ
i) মূলধন
ii) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
iii) অর্থ ও ব্যাংকিং
iv) মাথাপিছু আয়
v) মুদ্রাবাজার
vi) শুল্ক ও কর

সামাজিক পরিবেশ
i) জাতি
ii) ধর্মীয় বিশ্বাস
iii) ভোক্তাদের মনোভাব
iv) মানব সম্পদ
v) শিক্ষা ও সংস্কৃতি
vi) ঐতিহ্য
vii) দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনৈতিক পরিবেশ
i) সরকার
ii) সার্বভৌমত্ব
iii) আইন শৃঙ্খলা
iv) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
v) সরকারি নীতিমালা
vi) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আইনগত পরিবেশ
i) বাণিজ্যিক আইন
ii) শিল্পনীতি আইন
iii) ভোক্তা আইন
iv) শ্রম আইন
v) পরিবেশ সংরক্ষণ আইন

প্রযুক্তিগত পরিবেশ
i) প্রযুক্তি শিক্ষা
ii) কারিগরি দক্ষতা
iii) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
iv) উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান
vi) প্রযুক্তি আমদানির সুযোগ

ব্যবসায় পরিবেশের সাধারণ উপাদান সমূহগুলোর মধ্যে ৪টি উপাদানের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:-

১/ প্রাকৃতিক পরিবেশ:- কোনো দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, নদ-নদী, সাগর, আয়তন, অবস্থান ইত্যাদির সমন্বয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিচিত্র ধরনের। যেমন:- বাংলাদেশে পাটশিল্প, নরওয়েতে মৎস শিল্প গড়ে উঠার পিছনে এরূপ কারণ বিদ্যমান।

২/ অর্থনৈতিক পরিবেশ:- জনগণের আয় ও সঞ্চয়, অর্থ ও ঋণ ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, মূলধন ও জনমজুদ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে কোনো দেশে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে। যেমন:- সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতির পিছনে ~~আন্তর্জাতিক~~ অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

৩/ সামাজিক পরিবেশ:- সমাজ বলতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মানব গোষ্ঠীকে বুঝায়। কোনো সমাজের

বা জাতির মানুষের সংখ্যা তাদের স্বকীয় বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও দেশীয় ঐতিহ্য মিলিয়ে যে পারিপার্শ্বিকতা গড়ে উঠে তাদেই সামাজিক পরিবেশ বলে।

৪. আইনগত পরিবেশ: দেশের শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন, পরিবেশগত আইন, শ্রম আইন, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, আমদানি-রপ্তানি নীতিসহ যেসব আইনগত বিধি পালন করতে হয়, তার সমন্বয় হলো ব্যবসায়ের ~~পরিবেশ~~ আইনগত পরিবেশ। এ আইনগত কারণেই একজন ব্যবসায়ী তার ইচ্ছেমতো ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানের বাইরের সাধারণ ও সামগ্রিক পরিবেশের উপাদান মিলেই সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

Scanned with CamScanner

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশের উপাদানসমূহের প্রভাব:-

বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদান সমূহ ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেকোনো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় অবশ্যই একজন ব্যবসায়ীকে ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হয়। নিম্নে অর্থনৈতিক উপাদান, সামাজিক উপাদান, রাজনৈতিক উপাদানসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো:-

১। অর্থনৈতিক উপাদান:- দেশে বিরাজমান কার্যকর অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পের অবদান, জনগণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ মানসিকতা ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায় পরিবেশের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর কয়েকটির স্থিতি বেশ মজবুত

হলেও অনেকগুলোর স্থিতি তেমন সুদৃঢ় নয়।
চাহিদার তুলনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব,
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি সমস্যার কারণে ব্যবসায়ীদে
সিদ্ধান্ত নিতে অপেক্ষা করতে হয়। দেশের মানব সম্পদ
দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাতার, সিঙ্গাপুর, জাপান ও
দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতির পিছনে অর্থনৈতিক পরিবেশের
উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২. সামাজিক উপাদান:- জাতি, ধর্মীয় বিশ্বাস,
ভোক্তাদের মনোভাব, মানব সম্পদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি,
ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ব্যবসায়ের সামাজিক
উপাদানগুলোর বেশিরভাগ বাংলাদেশে ব্যবসায় প্রসারের
ক্ষেত্রে অনুকূল। একজন উদ্যোক্তার সফল হওয়ার
পিছনে এই উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ইসলামে মদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাই
বাংলাদেশের মতো মুসলমান দেশে মদের ব্যবসায় কম

তেমন লাভজনক হবে না। প্রাচীনকাল থেকে পোড়াবাড়ির চমচম, কুমিল্লার খদ্দর, বগুড়ার দই, সিলেটের শীতলপাটি, টাঙ্গাইলের চমচম বিখ্যাত হয়ে আছে। ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক উপাদান বিবেচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতে গরুর মাংস খাওয়া নেতিবাচক হলেও বাংলাদেশে তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

৩। রাজনৈতিক উপাদান- ব্যবসায়- বাণিজ্যের ওপর রাজনৈতিক পরিবেশের উপাদানসমূহের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট, ব্যবসায়- বান্ধব শিল্প ও বাণিজ্য নীতির অভাব ইত্যাদি প্রতিকূল রাজনৈতিক উপাদান শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করে। সরকারগুলোর অদক্ষতা, স্বজনপ্রীতি, মামলাভার, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, ব্যাপক দুর্নীতি, সন্ত্রাস,

চাঁদাবাজি ইত্যাদি পরিস্থিতি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক হারে প্রভাব ফেলে। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজনৈতিক উপাদানগুলো বিবেচনা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পথে বড় বাধা রাজনৈতিক হানাহানি অথচ আমেরিকার ক্ষেত্রিতে রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় ব্যবসায় পরিবেশের উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবেশের উপাদানগুলো বিবেচনায় আনা উচিত।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner